যুগান্তর

তারিখ ... 18 JAN 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

হবে : বহিরাগত ও অছাত্রের ক্যাম্পাসে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

তিনি শনিবার যুগান্তরের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে বলেন, একজন ছাত্র বা ছাত্রীর মৌলিক অধিকার হচ্ছে হলে থাকা ও বিভাগে লেখাপড়া করার অধিকার। সে অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা যাবে না। তাদের নিরাপত্তা এবং নির্বিঘ্ন চলাফেরা নিশ্চিতের জন্য প্রশাসন তৎপর রয়েছে। তিনি বলেন, ক্যাম্পাসে শিক্ষার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিতে প্রয়োজন কার্যকর সহাবস্থান। হলে-ক্যাম্পাসে পূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করা হবে। কোন বহিরাগত ও অছাত্রের ক্যাম্পাসে ঠাঁই নেই। শিক্ষার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও সহাবস্থান বিনষ্টকারীর বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশে ধরিয়ে দেয়া হবে।

উপাচার্য সন্ধ্যায় তার কার্যালয়ে যুগান্তরকে ওই বিশেষ সাক্ষাৎকারটি দেন। এসময় তিনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের খুঁটিনাটি সমস্যা থেকে শুরু ছাত্র-শিক্ষকদের অধিকারসহ সার্বিক বিষয়ে খোলামেলা কথা বলেন। তিনি ক্যাম্পাসের সব সমস্যার পেছনে বহিরাগত এবং অছাত্রদের ইন্ধন ও হস্তক্ষেপকে দায়ী করে বলেন, ক্যাম্পাসে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বহিরাগত ও অছাত্ররা নানা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার পেছনে থাকে। এদের ক্যাম্পাস থেকে বের করে দিতে হবে। প্রয়োজনে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে তুলে দিতে হবে।

অধ্যাপক আরেফিন এর আগে সকালে বিদায়ী উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজের কাছ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এসময় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ইউসুফ হায়দার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

নয়া উপাচার্য বলেন, সহাবস্থান যে কোন প্রশাসনের জন্য প্রধান শর্ত। ক্যাম্পাসের পরিবেশের জন্য উপাচার্য একা কাজ করবেন না। এর জন্য ছাত্র সংগঠনগুলোর দায়িত্ব অনেক বেশি। এছাড়া শিক্ষকদের অবদান রাখতে হবে। যারা ভর্তি হয় তাদের দায়িত্ব রয়েছে, অন্য ছাত্রদেরও হয়েছে। যদি তারা নিজ নিজ দায়িত্ব পালন না করে তবে বিষয়টি কঠিন হবে। তিনি বলেন, ছাত্র সংগঠনগুলোর কাছে প্রত্যাশা হল তারা নিয়মিত ছাত্রদের অধিকার ক্ষুণ্ন হয় এমন কাজ করবে না। ছাত্র সংগঠনকে দলীয় প্রাধান্য বিস্তারের জন্য এ ধরনের কাজ থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। সাধারণ ছাত্রদের অধিকার নিশ্চিত করবে প্রশাসন— এটা সত্য। কিন্তু কোন ছাত্র সংগঠন যাতে বলতে না পারে যে 'ওই সংগঠন' তাদের কারণে 'এই' ক্ষতি হয়েছে। একজন ছাত্র বা ছাত্রীর পরিচয় হচ্ছে, সে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত। সে নিয়মিত বা অনিয়মিত কিনা, তা দেখার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের। অনিয়মিত বহিরাগত হলে তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের করে দেয়া হবে। প্রয়োজনে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে তুলে দিতে হবে। কিন্তু এ এখতিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়েরই। অধ্যাপক সিদ্দিক বলেন, ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। চলাফেরা নির্বিঘ্ন করতে ছাত্র সংগঠনগুলোর সহযোগিতা লাগবে। প্রশাসন যতটুকু নিশ্চিত করবে যে, একজন ছাত্র যতটুকু অধিকার আছে তা ক্ষুণ্ন হবে না। ন্যূনতম মূল্যবোধটুকু মান্য করা হবে। শৃংখলার যেসব আইন-কানুন রয়েছে, তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের অধিকার নিশ্চিতে প্রশাসনের যা কিছু করণীয় তা করবে। বিক্ষোভিত প্রশাসনও এজন্য আছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, আইন ভাঙলে প্রশাসন কঠোর ব্যবস্থা নেবে। এক্ষেত্রে হল, প্রক্টর এবং কেন্দ্রীয় প্রশাসন নিজ নিজ এখতিয়ার অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে।

ডাকসুর প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে বলেন, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ডে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। ক ছাত্রছাত্রী রয়েছে যারা স্কুল-কলেজে ভালো অবদান রেখেছে। কিন্তু এখন সুযোগ পাচ্ছে না। হলে জিমনেসিয়াম নেই। ডাকসু এবং হল ইউনিয়ন কার্যকর করা গেলে এসব ক্ষেত্রে সমস্যা দূর করা যেত। অনেক প্রশ্নের উত্তরও মিলত। ডাকসু নির্বাচনের জন্য দরকার ছাত্র সংগঠনগুলোর ঐকমত্য। ছাত্রলীগ, ছাত্রদল, ছাত্র ইউনিয়নসহ অপরাপর ছাত্র সংগঠন ঐক্যবদ্ধ হয়ে এলে প্রশাসনও এগিয়ে যাবে। সব ধরনের সহযোগিতার জন্য প্রশাসন প্রস্তুত থাকবে। কিন্তু তাদের এগিয়ে আসতে হবে। তাদের মধ্যে ঐকমত্য না থাকলে সম্ভব হবে না। ড. সিদ্দিক বলেন, ডাকসু নির্বাচনের উদ্যোগ নেব : সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করব। আশা করি তারা প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করবে। নির্বাচনে হারজিত থাকবেই। আমার ধারণা, সবগুলো পদই অংশীদারিত্বের মধ্যে যাবে। সুতরাং কে হারবে কে জিতবে— তা আগেভাগে ভেবে নির্বাচন না চাইলে তা গণতান্ত্রিক আচরণ হবে না। দেশে গণতান্ত্রিক ধারা শুরু হয়েছে। আমরা নতুন করে যাত্রা শুরু করেছি। সরকারি ও বিরোধী দল পরস্পরের প্রতি আস্থা প্রকাশ করছে। আশা করি এ অবস্থায় রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আসতে পারে।

ছাত্র নেতৃত্বের ব্যাপারে বলেন, ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্ব নিয়মিত ছাত্রের হাতে আসা উচিত। নিয়মিত ছাত্র বিবাহিতও হতে পারে। বয়সও বেশি হতে পারে। সেটা সমস্যা নয়। কিন্তু নিয়মিত ছাত্র হতে হবে। তার এটা নিশ্চিত করা গেলে রাজনীতি অনেক পরিশীলিত হবে। একইভাবে ডাকসু সচল হলে ছাত্র সংগঠনগুলোর কার্যক্রমও পরিশীলিত হতে বাধ্য। কেননা, সম্ভাব্য নেতাকে তো প্রতিযোগিতায় যেতে হবে। তখনই ভালো নেতৃত্ব আসার চেষ্টা থাকবে। ভালো ছেলেরা রাজনীতিতে আসবে। কেননা, নির্বাচনে জয়লাভ করতে হবে।

আবাসিক শিক্ষকদের ব্যাপারে হাউস টিউটরদের হলে দায়িত্ব পালন না করা এবং হলে নিয়মিত না যাওয়ার ব্যাপারে তিনি বলেন, আশা করব ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আরও গভীর হবে। ছাত্রছাত্রীরা তাদের কাছে পাবে এবং অভাব-অভিযোগের কথা জানাতে পারবে। তিনি বলেন, এ সমস্যা সমাধানে অনতিবিলম্বে প্রভোস্টদের সঙ্গে বৈঠকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেয়া হবে।

অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, প্রশাসনিক ভবনে কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোন ধরনের দুর্নীতি-অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেয়া হবে। এক্ষেত্রে ভুক্তভোগী ছাত্রছাত্রীর জন্য আমার দরজা উন্মুক্ত। তারা যেন আমাকে অভিযোগ জানায়। ঘুষ চাইলে ওই কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ধরিয়ে দিতে হবে। তিনি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্দেশে বলেন, এখানে সততার শিক্ষা দেয়া হয়। কিন্তু ছাত্রছাত্রীকে অসততায় বাধ্য করা হলে আর তা সনাক্ত হলে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর মধ্যে সততা থাকতে হবে। বাসা বরাদ্দের ক্ষেত্রে ইউনিয়নগুলোর চাপ এবং প্রশাসনিক আনুকূল্য দুটিই ঘটার নজির রয়েছে। পয়েন্ট বা যোগ্যতা নেই কিন্তু বাসা পেয়েছে। আমার প্রশাসনে এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটবে না। এক্ষেত্রে পয়েন্ট আর জ্যেষ্ঠতাই হবে মানদণ্ড। অযোগ্যরা পুরস্কৃত হলে বহুজনের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। বর্তমান প্রশাসন সে পথে হাঁটবে না। আইনের শাসন শুধু দেশ নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যও দরকার। আমার লক্ষ্য হবে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা। তিনি বলেন, শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধাকেই প্রাধান্য দেয়া হবে। এক্ষেত্রে প্রার্থীর একাডেমিক ফলাফল ও ভাইভা দুটোকেই গণ্য করা হবে। ডেমোনেস্ট্রেশন ক্লাস নেয়ার রীতি বাংলাদেশে নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার জন্য ভালো ফলাফল দরকার। তবে প্রচলিত রীতিটি যদি সঠিক ও নিরপেক্ষভাবে ব্যবহার করা হয় তবে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। তবে আমাদের এক্ষেত্রে ভাইভা বোর্ডে যারা বসেন তাদের সততার ওপর নির্ভর করতে হয়। কঠিন দায়িত্বটা তারা পালন করবেন। আত্মীয় বা দলীয় শিক্ষক নিতে হবে— এটা তারা মনে রাখবেন না বলেই সবার প্রত্যাশা।

দায়িত্ব গ্রহণ

পূর্বনির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী সকাল ১০টার দিকে দায়িত্ব গ্রহণ করেন নতুন উপাচার্য। এসময় উপাচার্য কার্যালয়ে বিপুল সংখ্যক শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

দায়িত্ব গ্রহণের পর উপাচার্য অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা সমস্যা বিরাজ করছে। দায়িত্ব গ্রহণের পর তার প্রথম কাজ হবে সার্বিক পরিস্থিতির খোঁজ নিয়ে গুরুত্ব বিচার করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া। এজন্য তিনি সবার সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে ১৯৭৩-এর গণতান্ত্রিক আদেশকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হবে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ১৯৭৩-এর অধ্যাদেশ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের বিভিন্ন কমিটি, সিন্ডিকেট, ফিন্যান্স কমিটি এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক পদের কমিটিগুলো নির্বাচনের ব্যাপারে উপাচার্য উদ্যোগ নেবেন।

দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি প্রথমে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এবং পরে ধানমণ্ডির ৩২ নম্বরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক হারুন অর রশিদ, শিক্ষক সমিতির সভাপতি খন্দকার রঞ্জলুর রহমান, কবি মুহাম্মদ সামাদ, অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম খান, অধ্যাপক আহিদুজ্জামান খানসহ শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন। নতুন উপাচার্যকে দিনভর বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সদস্যরা ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

যুগান্তর

শনিবার ঢাবির নবনিযুক্ত ভিসি আআমস আরেফিন সিদ্দিককে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন বিদায়ী ভিসি এসএমএ ফায়েজ ও প্রোভিসি আফম ইউসুফ হায়দার

দায়িত্ব নিয়েই ঢাবির নয়া উপাচার্য

বহিরাগত ও অছাত্রের ক্যাম্পাসে ঠাঁই নেই : সহাবস্থান নিশ্চিত করা হবে

যুগান্তর রিপোর্ট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়া উপাচার্য অধ্যাপক আআমস আরেফিন সিদ্দিক বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে একুশ শতক, মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপযোগী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হবে। ফিরিয়ে আনা হবে হারানো গৌরব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হবে প্রকৃত অর্থেই প্রাচ্যের অক্সফোর্ড। বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠাই হবে লক্ষ্য।

হবে : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ১